গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-২ শাখা

ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ২৮.০২.২০১৬ খ্রিঃ

সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ৩১.১২.১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ্যু-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr>
<td>৪.১</td>
<td>বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th colspan="3">উদ্ধারকৃত জমির পরিমান (একর)</th></tr>
<tr><th></th><th>পূর্বাঞ্চল</th><th>পশ্চিমাঞ্চল</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>অক্টোবর/২০১৫</td><td>৪.৭৭</td><td>২.০৭</td><td>৬.৮৪</td></tr>
<tr><td>নভেম্বর/২০১৫</td><td>১০.৩৬</td><td>১৭.০৩</td><td>২৭.৩৯</td></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর/২০১৫</td><td>৭.৯৪</td><td>৫.৭৩</td><td>১৩.৬৭</td></tr>
<tr><td>জানুয়ারি/২০১৬</td><td>৪.৯৮</td><td>৫.৫৬</td><td>১০.৫৪</td></tr>
<tr><td>৪ মাসে মোট</td><td>২৮.০৫</td><td>৩০.৩৯</td><td>৫৮.৪৪</td></tr>
</table>
অতি:সচিব(প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে গত ২০.০১.২০১৬ তারিখে উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা নিয়ে সভা করা হয়েছে

ডিজি, বিআর জানান যে, (১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পাশসহ রেলভূমিতে স্থাপিত সকল অবৈধ স্হাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে। উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

(৩) রেলওয়ের উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য বুলডোজার কেনার ব্যবস্থা ব্যবস্থা করার জন্য জিএম(পূর্ব ও পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।</td>
<td>(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পাশসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৩) রেলওয়ের উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য বুলডোজার কেনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্থাপনকৃত বিলবোর্ডের তালিকা করে উচ্ছেদ অব্যাহত রাখতে হবে।

(৫) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৬) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জিএমগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৭) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রতি মাসে উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা,বাজেট, জনবল সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) নিয়ে সভা করবেন।

(৮) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)কে</td>
<td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ।
৭। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।</td>
</tr>
</table>

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(৪) রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্হাপনকৃত বিলবোর্ডের তালিকা প্রনয়ণ করা হয়েছে। জুন/২০১৫ হতে অদ্যাবধি রেলভূমিতে অবৈধভাবে স্হাপিত পূর্বাঞ্চলে ১৪১টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১৬টি সর্বমোট ১৫৭টি বিল বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। তবে খুলনায় ২টি বিলবোর্ডের ভূমির মালিকানা সংক্রান্ড় ব্যাপারে বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলমান থাকায় অপসারণ করা যাচ্ছে না। রেলভূমিতে অবৈধভাবে বিল বোর্ড স্থাপনকারীগণ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় এবং যন্ত্রপাতি অপ্রাপ্যতার কারণে বিল অপসারণে বিলম্ব হচ্ছে । (৫) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা করা হচ্ছে। গত ডিসেম্বর/২০১৫ মাসে ১৪ (চৌদ্দ) টি মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। (৬) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সিইও (পশ্চিম), রাজশাহীর অনুকূলে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এ খাতে অতিরিক্তসহ ৪৫.০০ লক্ষ বাজেট বরাদ্দের জন্য এডিজি (অর্থ) কে অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি উচ্ছেদকৃত স্থানসমূহ পুনরায় যাতে অবৈধ দখল না হয়। সেজন্য উক্ত স্থান সমূহ সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিদর্শন করার নিমিত্ত এলকা ভিত্তিক টিম গঠন করা যেতে পারে মর্মে মহাব্যবস্থাপক পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জনবল ঘাটতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	এলাকা ভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্থানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং এ জন্য টীম গঠন করবেন। স্টেশনমাস্টারকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। (৯) ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জনবল ঘাটতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (১০) অবৈধ রেল ক্রসিংগুলির আশে পাশে দোকান উচ্ছেদ করতে হবে। (১১) অবৈধ স্থাপনা করার সময় সংশি- ষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বাধা দিবেন।	
৪.২	বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ।	ডিজি, বিআর জানান যে, (১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারী ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (জুলাই/১৫-ডিসেম্বর/১৫) এর আদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপ ঃ	(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া উদ্ধারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। (২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)
<table>
<tr><th>মাস</th><th>পূর্বাঞ্চল</th><th>পশ্চিমাঞ্চল</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>জুলাই/১৫</td><td>০.৮০</td><td>১.৮০</td><td>২.৬০</td></tr>
<tr><td>আগষ্ট/১৫</td><td>১.৪৮</td><td>০.৫২</td><td>২.০০</td></tr>
<tr><td>সেপ্টেম্বর/১৫</td><td>০.৯০</td><td>২.২৮</td><td>৩.১৮</td></tr>
<tr><td>অক্টোবর/১৫</td><td>২.১১</td><td>৪.৯১</td><td>৭.০২</td></tr>
<tr><td>নভেম্বর/১৫</td><td>৩.২২</td><td>১.৭৪</td><td>৪.৯৬</td></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর/১৫</td><td>৫.১০</td><td>৪.৪২</td><td>৯.৫২</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td>১৩.৬১</td><td>১৫.৬৭</td><td>২৯.২৮</td></tr>
</table>

(৩) সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহী এবং আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/ পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীসহ সংশি- ষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে জিএম(পূর্ব), চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে গত ১০.০৩.২০১৫, ১৮.০৫.২০১৫, ১৮.০৬.২০১৫, ১৪.০৯.২০১৫, ৪.১১.২০১৫, ৭.১২.২০১৫ ও ১৭.১.২০১৬ তারিখে এবং জিএম (পশ্চিম), রাজশাহী এর সভাপতিত্বে ১৫.০৩.২০১৫, ১৬.০৪.২০১৫, ১৬.০৫.২০১৫, ১২.০৭.২০১৫, ০৯.০৮.২০১৫, ১৯.০৯.২০১৫, ২.১১.২০১৫ ও ৮.১২.২০১৫ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে একজন সিনিয়র আইন কর্মকর্তার পদসহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনবল পুনর্নির্ধারন করা হচ্ছে।

(৫) প্রসঙ্গত চট্টগ্রামস্থ ধুম শুভপুর বাস, মিনিবাস এবং হিউম্যান হলার মালিক সমিতির ১৮.০৫.২০১৪ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কদমতলী আন্ড়জেলা বাস মালিক সমিতির অনুকূলে বর্তমানে নির্ধারিত ৫.৪০ টাকা হারে ধুম শুভপুর বাস, মিনিবাস এবং হিউম্যান হলার মালিক সমিতির লাইসেন্স ফি'র হার পুনঃনির্ধারণের ব্যাপারে ১৬.০৯.২০১৫ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ৩ টি সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়েছে যথা-

(১) ধুম-শুভপুর বাস-মিনিবাস-হিউম্যান হলার মালিক সমিতির অনুকূলে বরাদ্দকৃত ভুমির বর্গফুট ভিত্তিক ভাড়া সমতাকরণের কোন দরখাস্ড় মহাপরিচালকের সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ড় প্রদান করবে;

(২) একই নীতিমালার আওতায় একই উদ্দেশ্যে
</td>
<td>
দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের কার্যালয়ে জনবল সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৭) সমন্বয় সভার পূর্বে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করবেন।
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		ব্যবহারের জন্য একই শহরে ২ টি সমিতিকে রেলভূমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হারে ভাড়া নির্ধারণ করায় বর্তমান অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের মতামত চাওয়া হয়; (৩) কদমতলী আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতির এবং ধুম শুভপুর বাস-মিনিবাস-হিউম্যান হলার মালিক সমিতির নিকট পাওনা টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মামলা বর্তমান অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সিইও (পূর্ব), চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।		
৪.৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, রেলওয়ে ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার অতি:সচিব (প্রশাসন) মহোদয় কর্তৃক যাছাই-বাছাই করা হয়েছে। নীতিমালাটি সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য খসড়া নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে ১৮.০১.২০১৬ তারিখে একটি উপানুষ্ঠানিক পত্র পাওয়া গেছে। উক্ত পত্রে মোট ২৭৯,১১,৫৭,২১১/- (দুইশত ঊনাশি কোটি এগার লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত এগার) টাকা বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের দাবীর কথা উল্লেখ করে পরিশোধের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। ডিজি, বিআর জানান যে, (২) ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ২৩.০৪.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তদপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ২০.১০.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২০০5 সালের পর হতে হালসন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন করের প্রকৃত দাবী ও ইতোমধ্যে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ, বকেয়ার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্যাদি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) সংশিøষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করার জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (৩) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা এবং	(১) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। (২) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে। (৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। বকেয়াসহ হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ২০.০০ কোটি টাকা করে বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।		
৪.৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রা:) লিঃ কর্তৃক Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরী প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ প্রকল্পের কাজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। ডিজি, বিআর দপ্তর হতে Land use plan এর সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে তথ্য জানানো হয়নি। ডিজি, বিআর জানান যে, (১) রেলপথ মন্ত্রণালয়, ভূমি শাখার ২২.০৯.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চুক্তিপত্রের মেয়াদ ৩১.১২.২০১৫ তারিখ পর্যন্ড় বর্ধিত করা হয়েছে। তদানুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০% চুক্তিপত্র/সম্পূরক চুক্তিপত্র সম্পাদনকালে Performance Security হিসেবে দাখিলকৃত Bank Guarantee দ্বয়ের মেয়াদ ৩১.০১.২০১৬ পর্যন্ড় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ দপ্তরের ২৫.১০.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চুক্তিপত্রের বর্ধিত ৩১.১২.২০১৫ তারিখের মধ্যে কাজটি সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক রিফর্ম নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক কনসালটেন্ট (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক সংগৃহীত মৌজা ম্যাপ Digitization করার লক্ষ্যে LIS Equipment and Software (ArcGIS for server 10.x, ArcGIS for Desktop 10.X, SQL server 2012 Standard Edition, Physical server Intel Quad core, Map Plotter/ Printer এবং Photocopier) সরবরাহ করার জন্য বার বার অনুরোধ করা হয়েছে । সর্বশেষ গত ৩০-১২-২০১৫ তারিখে LIS software রেলভবনের ১ম তলায় স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু Portal for LIS এ ত্রুটি থাকায় সম্পূর্ণরূপে Digitization করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে Portal এর ত্রুটিমুক্ত করার পর Digitization Updating এর কাজ চলমান আছে। প্রসঙ্গত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের Portable soft copy (Data bank) জমা দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্প কর্তৃক অদ্যবদি ৭ টি LIS Unit-এ Hardware সরবরাহ করা হয়নি।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প যথাসময়ে সমাপ্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন পেশ করবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) ।
৪.৬	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ঢাকা বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার রেলভূমি নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধ নিয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী	(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বাংলাদেশ রেলওয়ে এর অনুকূলে ৮.৩৬ একর ভূমি দ্রুত হস্তান্তরের জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে ০১.০৪.২০১৫ তারিখে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ০১.০৬.২০১৫ ও ১৯.১০.২০১৫ তারিখে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। গত ২২.১১.২০১৫ তারিখে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জেট ফুয়েল সাইডিং প্রকল্পের জন্য ৮.৩৬ একর ভূমি বাংলাদেশ রেলওয়ে-কে হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে এ বিষয়ে সমঝোতামূলক নিস্পত্তি তথা বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টংগী ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন ও বাংলাদেশ বিমানের জন্য জেট-১ ফুয়েল পরিবহণের জন্য সাইডিং লাইন নির্মাণসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ কাজ শুরুর জন্য মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পুনরায় একটি সভা অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে, বেবিচক, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও রেলপথ মন্ত্রণালয় এর সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠানের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বর্ণিত রেলভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও (ঢাকা)-কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (২) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশন এলাকায় জেট ফুয়েল সাইডিং লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ৬০ জায়গা দখল বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বুঝিয়ে নেয়ার জন্য রেলওয়ের সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত ভূমি রেলওয়ে সংশিণ্টষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য সচিব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র লেখার জন্য সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।	(২) রেলওয়ের অনুকূলে ৬০ ফুট জায়গার দখল আপাতত নিতে হবে। (৩) বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে।	(অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি)/ (সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।
(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ				
৪.৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।	ডিজি, বিআর জানান যে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ড় করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়োগের অগ্রগতি জানানোর জন্য জিএমগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নব-নিয়োগ তরান্বিত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে একটি টাইমবাউন্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক টাইমবাউন্ড কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সহকারী স্টেশন মাস্টার এর ২৭০ টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে এবং ৩০	(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। (২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। (৩) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৪) নব নিয়োগকৃত কর্মচারিদের	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		নভেম্বর/২০১৫ এর মধ্যে দরখাস্ড় আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্ত আবেদন মোতাবেক আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ড় জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি আরোও জানান যে, নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তিনি আরো জানান সহকারী স্টেশন মাস্টার, লোকোমাস্টার, পয়েন্টম্যান ইত্যাদি টেকিনিক্যাল পদের ১০% পদ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর/আরটিএ-কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।	যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৫) টেকনিক্যাল জর"রী ASM.LM.PM পদগুলির অবশিষ্ট ১০% পদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে। (৬) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধিকরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৭) সহকারী স্টেশন মাস্টার, লোকমাস্টার, পয়েন্টসম্যান ইত্যাদি টেকনিক্যাল পদের ১০% পদ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।	
৪.৮	নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, এ বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ডিজি, বিআর জানান যে, “বাংলাদেশ রেলওয়ের (ক্যাডার বর্হিভুত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪” রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রনয়ন ও প্রেরণ করা হয়েছে। সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ড় মোতাবেক বর্তমানে এ নিয়োগবিধিসহ জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ড় পিডি/রিফর্ম এর অধীনে নিয়োজিত কনসালটেন্ট কর্তৃক চুড়ান্ড় করা হচ্ছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারিদের খসড়া নিয়োগ বিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্র"ত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে এবং পরিচালক(সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.৯	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স প্রণয়ন এবং নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ২৪-০৩-২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১৬-০৪-২০১৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্য চেয়ে প্রস্তাবটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। গত ২৯-০৪-২০১৫ তারিখ ডিজি, বিআরকে উক্ত পত্রের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্‌স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের জন্য উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫।উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিস্পত্তি।	উপ-সচিব (অডিট) জানান যে, ৪.১১(১) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিস্পত্তির বিষয়ে ৪.১১(১) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিট আপত্তি নিস্পত্তির বিষয়ে জানুয়ারি/২০১৬ মাসের কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্যাদিঃ জানুয়ারি/২০১৬ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৬১৮টি। জানুয়ারি/২০১৬ মাসে নিস্পত্তি হয়েছে ০১টি। জানুয়ারি/২০১৬ পর্যন্ত মোট অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৬১৭টি । এর মধ্যে সাধারণ অনিস্পন্ন-১৩,০৯৫টি,	(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৯২৬টি, খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৬টি, নিষ্পত্তিকৃত- ০১টি এবং নতুন আপত্তির সংখ্যা- ০টি। ডিজি, বিআর জানান যে, অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ২১-১২-১৫ হতে ১৬-২-১৬ তারিখ পর্যন্ড় ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে ৬টি প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া দ্বি-ত্রি-পক্ষীয় সভা চলমান আছে।	(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
৪.১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।	ডিজি বিআর জানান যে, (১) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (২) পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। ডিসেম্বর/২০১৫ মাসের জের ৩টি, জানুয়ারি/২০১৬ মাসে নতুন কেইস ০টি এবং নিষ্পত্তি ০টি। জানুয়ারি/২০১৬ এর জের ৩টি।	(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১২	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।	সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫১টি, চলতি মাসে বিভাগীয় মামলা রুজু হয় ০টি। চলতি মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪২টি, ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলা ০৭টি, অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৫২টি, তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ৪৫টি। এ ছাড়া ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বিভাগীয় মামলার গুনগতমান বজায় রেখে দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জানুয়ারি/২০১৬ মাসের জের ২৮৫ টি, জানুয়ারি/২০১৬ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৪৪টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৫টি। জানুয়ারি/২০১৬ মাসের জের ২৯৪ টি (২) যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশিণ্টষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১৩	পরিদর্শন।	যুগ্ম-সচিব (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, গত ২৪.১২.২০১৫ তারিখে শাখা পরিদর্শন করেন। সভাপতি ম্যানুয়াল অনুসারে কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তাদের অধীনস্থ শাখা নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানান।	(১) 'সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪' মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ নিজ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন । (২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.১৪	ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।	মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, অত্র মন্ত্রণালয়ের e-filing system চালু করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ের ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রশিক্ষন গ্রহণ করেছেন। ই-নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য গত ০৩.১১.২০১৫ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় রেলভবনস্থ ২য় তলার সভাকক্ষে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে একটি Power Point Presention উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অত্র মন্ত্রণালয়ে e-filing system বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ২৭.০৮.২০১৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-কে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ এ শাখার ৭৮ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তয়নের প্রেক্ষিতে Computer LAB স্থাপন ও অন্যান্য Computer Hardware সরবারহ পূর্বক এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের e-filing system বাস্তবায়নের উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইট নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। (২) বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে Video Conferencing Website সংযোগ, Wifi সংযোগ, LIS, CWCS এর কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মালামাল সংগ্রহ, স্থাপন, রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ চলমান রয়েছে। মার্চের মধ্যে কাজগুলো সম্পন্ন হবে। গত ১৪-০১-২০১৬ তারিখে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী মহোদয়	(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে। (২) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/ রোলিং স্টক/ অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		রেলভবনে Wifi সংযোগের উদ্বোধন করেন। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪ (চার) জন কর্মকর্তা e-filing system এর উপর এক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রোগ্রাম মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ২৫-১০-২০১৫ থেকে ২৯-১০-২০১৫ তারিখ পর্যন্ড় ৫ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে রেলওয়ের সকল দপ্তরে কার্যক্রম প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।		
৪.১৫	জিআরপিএর কার্যক্রম।	ডিআইজি, জিআরপি জানান যে, রেলওয়ে রেঞ্জ চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলার পুলিশি অভিযান ও মোবাইল কোর্টে জানুয়ারি/২০১৬ মাসের মামলার সংখ্যা মাদকদ্রব্য-৫২, চোরাচালানী-১২, জিডির-৫৩ এবং গ্রেফতারের সংখ্যা মাদকদ্রব্য-৫৭ জন, চোরাচালান-১২ জন। ডিজি,বিআর জানান যে, (২) সীমান্ড়বর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। (৩) বর্তমানে রেলওয়ে এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেনের ছাদে/ইঞ্জিনে ভ্রমণ, ছিনতাই, মাদকসেবী, চোরাকারবারী, মাদক পাচারকারী ও টিকিট কালোবাজারী রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। (৪) জিআরপি ও আরএনবি 'র সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার জন্য জোনাল পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে পরিচালিত টিকেট চেকিং কার্যক্রমের সর্বশেষ ফলাফল সভায় উপস্থাপন করা হয়। একই সাথে হিসাব বিভাগের টিটিইগণের ডিসেম্বর/২০১৫ মাসের অর্জিত আয়ের বিবরণী উপস্থাপন করা হয়।	(১) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠণ করা হয়েছে: (ক) জনাব মুহাম্মদ আকবর হুসাইন, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয় - আহবায়ক। (খ) ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ, ঢাকা -সদস্য। (গ) পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে - সদস্য । **<u>কমিটির কার্যপরিধিঃ</u>** কমিটি আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে রেলওয়ে আইন ১৮৯০ এর অপরাধের প্রতিকারের নিমিত্তে জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সংশোধনীর প্রস্তাবসহ প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে পেশ করবে। (২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া, ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (৩) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৪) জিআরপি ও আরএনবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে। (৫) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ। ৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সভাপতি টিকেট কালোবাজারী রোধে ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের নিয়মিত বদলীর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া সভাপতি রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্ত গঠিত কমিটিকে আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সভাপতি জিআরপির আবাসনের বিষয়ে জানিয়েছেন যে, তারা আমাদের একটি অংশ তাদের আবাসনের জন্য তাদের নিজস্ব বিভাগে বাজেট বরাদ্দ আছে। আমরা তাদেরকে বাসা তৈরীর জন্য জায়গা বরাদ্দ প্রদান করলে তারা তাদের নিজস্ব বাজেট হতে বাসা তৈরী করবেন। তছোড়া জিআরপির আবাসান সমস্যার বিষয়ে সংসদীয় কমিটির সভায় এটি আলোচিত হয়েছে।	টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহণ ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৬) মহাব্যবাস্থাপক(পূর্ব/পশ্চিম) এক সপ্তাহের মধ্যে জিআরপির আবাসনের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দিবেন। (৭) টিকেট কালোবাজারী রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) চাকুরী পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪.১৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।	ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৭	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিস্পত্তি।	ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় (১৪-০২-২০১৬ পর্যন্ড়) গত ০৮-০২-২০১৬ তারিখে একটি অভিযোগ পত্র পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগ পত্রটি দাখিল করেছেন জনাব মোঃ কামাল পারভেজ (বাদল) সম্পাদক, রেল শ্রমিক লীগ, চট্টগ্রাম শাখা। অভিযোগটি সিসিএম/পূর্ব সিআরবি, বাংলাদেশ রেলওয়ে চট্টগ্রাম বরাবরে করা হয়েছে এবং মাননীয় রেল মন্ত্রী, সচিব ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা বরাবরে অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে।	(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন। (২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন। (৩) মন্ত্রণালয়ে/অধিদপ্তরে পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৮	তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং এর ওপর গৃহীত ব্যবস্থা ।	ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিংসমূহ সংশিণ্টষ্ট দপ্তরে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ৯+পরবর্তীতে ১৮ টি=মোট ২৭ টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে যথাযথ মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয় মতামত প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট দপ্তর সমূহ হতে উক্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(গ) বিবিধ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১৯	কে. পি. আই	ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কে. পি. আই হিসাবে চিহ্নিত স্থাপনাসমুহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪.২০	নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহণ ও অন্যান্য বিষয়।	ডিজি, বিআর জানান যে, (১) ট্রেনে সময়ানুবর্তিতার হার ৮৫% এ উন্নীত করার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। আন্তঃনগর মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার জানুয়ারি/২০১৬ মাসে যথাক্রমে ৮৯.৫০%, ৭৭.৫০%, ৮৬% । ডিসেম্বর/২০১৫ মাসে আন্তঃনগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৮৮%, ৬৩.৫০%, ৮৬% অর্থাৎ জানুয়ারি/২০১৬ মাসে সার্বিক সময়ানুবর্তিতা ৮৪.৩৩% যা ডিসেম্বর/২০১৫ মাসে ছিল ৮৯.১৭% । (২) বর্তমানে জ্বালানী তেল পরিবহনের চাহিদা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়াগন সরবরাহ ও পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। (৩) কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে জানুয়ারি/২০১৬ মাসে মোট ১২১টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৬৬৫৮ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়। বিগত জানুয়ারি/২০১৫ মাসে মোট ৯৮টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৫৫৮৩ টি TEUs পন্য পরিবহন করা হয়েছিল।	(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহণণ নিশ্চিত করবেন। (৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। (৪) মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) গত ০৩ (তিন) মসের ট্রেনের নিয়মানুবর্তিতার হার আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম)। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৭। যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২১	জিআইবিআর ।	সরকারী রেল পরিদর্শক জানান যে, (২) নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। ডিজি,বিআর জানান যে, রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জন্য জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Report পেশ করেছে যার উপর গত ১১-০৩-২০১৫ তারিখ সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি Presentation এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে এবং তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় কাজ চলছে। আগামী মার্চ, ২০১৬ এর মধ্যে রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবলসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবলের উপর Final Report পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC কর্তৃক পেশ করা হবে। এ বিষয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC কে জোর তাগাদা দেয়া হচ্ছে।	(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । (২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।
৪.২২	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম	ডিজি,বিআর জানান যে, (৩) ট্রেনের ভিতর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট প্রতিনিয়ত পরিস্কার করা হচ্ছে।	(১) টাস্কফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (আরএস/আই/অপারেশন,

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		এসএসএই নভেম্বর/১৫ মাসে পূর্বাঞ্চলে মোট ৬০২ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিজিতে ২৭১ টি ও এমজিতে ৫9 টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। /টিএক্সআর এবং টিএক্সআরগণকে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত সাধারণ যাত্রীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে পালন করা হচ্ছে। আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের চেয়ার পরিবর্তন/ মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। (৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘন ঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। গত নভেম্বর/২০১৫ মাসে সর্বমোট ১৫ টি খাবার গাড়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।	ডিজি, বিআর জানান যে, আগামী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। (২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। (২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.২৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আদায়।	ডিজি, বিআর জানান যে, ((১) স্টেশন দিয়ে বিনা টিকেটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৩) ২০1৪ -২০১৫ অর্থ বছরে যাত্রী, মালামাল/পার্শ্বেল, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস হতে ৮৯১.২৮ কোটি টাকা আয় হয় এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত ৬ মাসে ৪৭১.২৩ কোটি টাকা আয় হয়।	(১) স্টেশনে বিনা টিকিটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ ব্যবস্থা করতে হবে। (২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৩) সমন্বয় সভায় নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান ।	ডিজি,বিআর জানান যে, (১) ইউনিফরম প্রাপ্ত কর্মচারীদের-কে কর্মক্ষেত্রে পরিধান করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং পরিপালন করা হচ্ছে। (২) বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফরম বরাদ্দ দেয়া চলমান আছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সকল কর্মচারীদের ইউনিফর্ম আছে তাদের তা কর্মক্ষেত্রেও পরিধান করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। (২) বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফর্ম বরাদ্দ দিতে হবে। (৩) কর্মচারীদের ধোলাই ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
			হবে।	
৪.২৬	বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম।	ডিজি, বিআর জানান যে, (২) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিকে একটি Centre of Excellence হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ একাডেমি সংক্রান্ত বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর গত ২৬.১২.২০১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (২)। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিকে একটি Centre of Excellence হিসেবে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। রেক্টর, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৪.২৭	বিবিধ	(১) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সভার কার্যবিবরণীর ৭.৫ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইনোভেশন আইডিয়া সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ দুর্ঘটনা এড়ানোর স্বার্থে চলন্ত ট্রেনের ভিতর দিয়ে ট্রেনের এক কোচ হতে অন্য কোচে যাওয়ার পথে দরজা তথা দৃশ্যমান স্থানে "সতর্কতামূলক সাইন বোর্ড" স্থাপন করা যেতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ ট্রেনের কামরার মধ্যে পরিষ্কার/পরিচ্ছন্নতা ধুমপান ইত্যাদি প্রতিরোধে সচেতনাতনতামূলক লেখ/বোর্ড ইত্যাদি স্থাপনের বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে নির্দেশনা প্রদান করেন। (২) Sustainable Goal বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি জানান যে, সরকার জাতিসংঘ SDG বাস্তবায়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ বিষয়ে Action Plan প্রস্তুত করে কর্মকর্তাদের সুনির্দ্দিষ্টভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে।	(১) দুর্ঘটনা এড়ানোর স্বার্থে চলন্ত ট্রেনের ভিতর দিয়ে ট্রেনের এক কোচ হতে অন্য কোচে যাওয়ার পথে দরজা তথা দৃশ্যমান স্থানে "সতর্কতামূলক সাইন বোর্ড" স্থাপনসহ ট্রেনের কামরার মধ্যে পরিষ্কার/পরিচ্ছন্নতা ধুমপান ইত্যাদি প্রতিরোধে সচেতনাতনতামূলক লেখা/বোর্ড ইত্যাদি স্থাপনের বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। (২) জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য Action Plan প্রস্তুত করতে হবে এবং বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করবেন।	(১) অতিরিক্ত সচিব রেলপথ মন্ত্রণালয়। (২) বাংলাদেশ রেলওয়ে । (৩) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) ।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
সচিব